পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা- ৭০০ ০০৭

ফোন নম্বর : ২২৪১-২০৬০, ২২১৯-৮৯৩০, ওয়েবসাইট : www.wbcuta.org,

E-mail : wbcuta@yahoo.in

সার্কুলার- ০৭/২০১৭ তারিখ : ১৭- ০৪ -২০১৭

কনভেনর প্রাইমারী ইউনিট,ওয়েবকুটা/ জেলা সম্পাদক

----------কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় সাথী,

শুরুতে আপনাদের সবাইকে বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও আগামী বছর আপনাদের ভালো কাটুক, আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, এই প্রত্যাশা করি।

আগামী বুধবার ১৯ এপ্রিল, ২০১৭ 'এআইফুকটো'র ডাকে সারা ভারতে একযোগে সপ্তম বেতন কমিশন সংক্রান্ত পে-রিভিউ কমিটির সুপারিশ প্রকাশ ও তদনুযায়ী সরকারি আদেশনামা প্রকাশের জন্য 'দাবি দিবস' পালন করা হবে। প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটে এই সংক্রান্ত পোষ্টার যা আমরা ইতিপূর্বে সমিতির ওয়েবসাইটে দিয়েছি, তার যথাযথ প্রচারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করছি। ইতিমধ্যে এআইফুকটোর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা সমিতির পক্ষ থেকে সপ্তম বেতন কমিশন দ্রুত চালুর দাবিতে ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী ও ইউ জি সি-র চেয়ারম্যানকে দুটি চিঠি পাঠিয়েছি। এই চিঠির বয়ান আমাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। বার্ষিক সভ্যপদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে এখনও সব জেলা নেতৃত্ব সমান তৎপরতা দেখিয়ে উঠতে পারেন নি। দ্রুত সভ্যপদ সংগ্রহের কাজ আমাদের শেষ করতে হবে। প্রাইমারি ইউনিটের আহ্বায়ক বন্ধুদের কাছে অনুরোধ, ফেলে না রেখে সভ্যপদ সংগ্রহের কাজ শেষ করুন এবং যত শীঘ্র সম্ভব নামের তালিকাসহ তা সমিতির দপ্তরে জমা দিন।

ইতিমধ্যে সরকারি আদেশনামা বলে ইউ জি সি রেগুলেশনের চতুর্থ সংশোধন নামা (4th Amendment) ১০-০১-২০১৭ থেকে কার্যকর করা হয়েছে। এরফলে আমাদের সহকর্মী অনেক বন্ধু যাদের এই সময়ে প্রমোশন বকেয়া হয়েছিল তারা অযথা হয়রানির শিকার হলেন। আমরা রাজ্য সরকারকে ইউ-জি-সির এই সংশোধননামা কার্যকর না করার জন্য পূর্বে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। তবু শিক্ষক স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপ নেওয়ার ট্র্যাডিশন বজায় রেখে সরকার আদেশনামা জারি করেছে। অন্য কোনো চাকুরিতে কর্মীদের প্রমোশন নিয়ে এই পরিমান হেনস্থার মুখে পড়তে হয় না যা আমাদের ক্ষেত্রে হয়। যে সময় অতিবাহিত হয়েছে ইতিমধ্যে সে সময়ের জন্য শিক্ষক বন্ধুরা কিভাবে নতুন এই API স্কোর করবেন সেই প্রশ্নের উত্তর বিকাশ ভবনের সর্বোচ্চ আধিকারিকদেরও অজানা। তবু নির্বিকার চিত্তে Retrospective Effect দিয়ে তারাই আদেশনামা প্রকাশ করেন। আমরা এই শিক্ষক স্বার্থবিরোধী সরকারি আদেশনামার তীব্র বিরোধিতা করছি। ভুক্তভোগী শিক্ষকদের কাছে অনুরোধ করবো দ্রুত আইনজ্ঞের পরামর্শ নিন। কারণ অতীতে এই ধরনের Date of Effect সংক্রান্ত একাধিক মামলায় সরকার উচ্চ আদালতে পরাস্ত হয়েছে।

রাজ্যপালের স্বাক্ষরের পর সর্বনাশা শিক্ষাবিল এখন আইনে পরিণত হয়েছে। বেশ কিছু কলেজে অধ্যক্ষ মহাশয়রা এই বিলকে হাতিয়ার করে তাদের ক্ষমতা দেখাতে শুরু করেছেন। আমরা প্রথম থেকে এই বিলের বেশ কিছু শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সহ শিক্ষাস্বার্থবিরোধী ধারার প্রতিবাদ জানিয়েছি। গত ১৫-০২-২০১৭ এই বিল বাতিলের দাবিতে পুলিশের অত্যাচার সহ্য করেও আমরা বিধানসভা অভিযান সংগঠিত করেছি। ঐদিন অধ্যাপক আনন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়ে এই কালা বিল প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে ছিলেন। তবু বর্তমান সরকার একতরফা সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এহেন শিক্ষাস্বার্থবিরোধী বিপজ্জনক বিল আইনে রূপান্তর ঘটিয়ে তা দ্রুত কার্যকর করতে তৎপর হয়েছে। এই রাজ্যের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমাজ অতীতে কখনও এহেন সরকারি হুমকির মুখে পড়েন নি যা এই আইন লাগু হওয়ার পর শুরু হয়েছে। এই আইন পুরোদস্তুর শিক্ষায় স্বাধিকার বিরোধী ও চরম অগণতান্ত্রিক। সরকার তথা শাসক দলের হাতে ক্যাম্পাস পরিচালনার ভার কেন্দ্রীভূত করার লক্ষ্যে এই আইন চালু করেছে বর্তমান সরকার। অধ্যাপক সমিতি অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংগঠনগুলির সাথে যৌথভাবে অনেকগুলি জেলায় কনভেনশনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সর্বত্র বন্ধুদের মধ্যে দাবি একটাই উঠে এসেছে তা'হল, পথে নেমে আরো সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে এবং প্রয়োজনে আইনী সহায়তা নিয়ে এই শিক্ষা আইনের শিক্ষা স্বার্থবিরোধী ধারাগুলি কার্যকর হওয়াকে রুখতে হবে।

এখনও একাধিক বড় জেলায় এই আইন নিয়ে কনভেনশনের কাজ সংগঠিত হয়নি। কর্মসমিতির অনুরোধ WBCUTA - র ডাকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ গড়ে এই কনভেনশনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। আমরা কর্মসমিতির (১৩-০৪-২০১৭ বৃহস্পতিবার) সভায় সর্বসম্মতিতে এই আইন প্রত্যাহারের দাবি নিয়ে ২৪ঘন্টা অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। এর সময় এবং স্থান আমরা অতি দ্রুত জানিয়ে দেব। এছাড়া এই আইন ও সামগ্রিক ভাবে বর্তমান সময়ে রাজ্য শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর ধারাবাহিক আক্রমণ সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই পুস্তিকায় আমরা যথা সম্ভব শিক্ষা পরিচালনা, শিক্ষায় স্বাধিকার, ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ, পাঠ্যসূচি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার বিজ্ঞান ভিত্তিক সংস্কার ও দৈনন্দিন পঠনপাঠনের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার প্রশ্নে আমাদের মতামত দেওয়ার চেষ্টা করবো। এবিষয়ে আপনাদের কোন মূল্যবান পরামর্শ থাকলে সমিতির ই-মেল মারফৎ তা অতি দ্রুত জানাবার চেষ্টা করবেন। **কর্মসমিতি এই**

আইনের বিপজ্জনক ধারাগুলি চ্যালেঞ্জ করার বিষয়ে আইনী পরামর্শ নেওয়ার প্রশ্নে সহমত পোষণ করেছে। আমরা সেই অনুযায়ী প্রখ্যাত আইনজ্ঞদের সাথে আলোচনা শুরু করেছি। যদি এবিষয়ে কর্মসমিতি আগামীদিনে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে অতীতের মতো সমিতির সকল সদস্য বন্ধুদের সংগ্রাম তহবিলে অনুদান দিতে হবে। আমরা যথাসময়ে এবিষয়ে ওয়াকিবহাল করবো।

বকেয়া D.A. নিয়ে মামলা করার বিষয়ে অনেক বন্ধু পরামর্শ দিয়েছেন। আমরা এই নিয়ে আইনজ্ঞের সাথে কথা বলছি। যা সিদ্ধান্ত হবে আমরা জানাবো।

সরকার, অধ্যাপক সমিতির এই আন্দোলনকে ভাঙার জন্য খুবই তৎপর হয়ে উঠেছে। একাধিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংগঠনকে তারা এবিষয়ে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে। এই শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী সংগঠনগুলি প্রকাশ্যে শাসক দলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করায় শিক্ষা আইনকে স্বাগত জানিয়েছে। সম্প্রতি বেহালার সরশুনা কলেজে এই শিক্ষক সংগঠনের কিছু সদস্য নব নিযুক্ত আটজন শিক্ষককে তাঁদের সংগঠনের সদস্য করবার জন্য স্থানীয় থানার পুলিশ অফিসারকে নিয়ে গিয়ে হুমকি দিয়ে ফর্ম ফিল আপ করিয়েছেন। এদের কাজকর্মের প্রতি সতর্ক থাকুন। আমরা নিয়মিত পথে নেমে আন্দোলনের কর্মসূচিতে আছি তাই ওরা ভয় পেয়েছে। সেই কারণেই আমাদের ওপর আক্রমণের নতুন ফন্দি ফিকির খোঁজার চেষ্টা চলছে। অধ্যাপক সমিতি সরকারের এই শিক্ষক স্বার্থবিরোধী অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ প্রতিহত করতে বদ্ধ পরিকর। আশাকরি, আপনাদের সাহায্য ও সক্রিয় সহযোগিতা থেকে আমরা বঞ্চিত হব না।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের পুনর্নিয়োগের বিষয়টি এখনও মিমাংসা না হওয়ায় পঠনপাঠন ও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজগুলি ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। মাননীয় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীকে বারংবার এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল করেও কোন সুবিচার মেলেনি। প্রবীন এইসব শিক্ষক কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে এসে চূড়ান্ত অমর্যাদাকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবসরের বয়স ৬২ হওয়ার সরকারি আদেশনামা যথাযথ প্রশাসনিক অনুমোদন না মেলায় এখনও কার্যকর হয়নি। রাজ্যের কোথাও সহকর্মী বন্ধুরা ৬২ বছরের সুযোগ পাচ্ছেন আবার কোথাও ৬০ বছরে অবসর নিতে বাধ্য হচ্ছেন। সব জেনেও সরকার নির্বিকার। অধ্যাপক সমিতি শিক্ষকদের এই হেনস্থার তীব্র প্রতিবাদ করছে। এ নিয়ে ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংগঠনগুলিকে সঙ্গে নিয়ে সমিতি একটি কনভেনশনের আয়োজন করেছিল। সেই কনভেনশনের গৃহীত প্রস্তাব সরকারকে দেওয়ার পাশাপাশি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে দিয়েছি।

অবসর প্রাপ্ত শিক্ষকদের অল্প কিছু অংশ (মূলতঃ কলকাতা AG ও সংলগ্ন ব্যাঙ্কগুলি থেকে যাঁরা পেনশন পান তাঁরা) এখনও Interim Relief এর টাকা পাচ্ছেন না। বারংবার সরকারকে জানিয়েও কোনোও সুরাহা হয়নি। যে সুবিধা রাজ্যের ৭৫% অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ পাচ্ছেন তা বাকি ২৫% কেন পাবেন না আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না।

সারাদেশে অস্থির অবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অধুনা এই রাজ্যেও ভয়ঙ্কর ধর্মীয় উন্মাদনা ও সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে রাজ্যের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে বিপন্ন করে তোলার চেষ্টা চলছে। বিপদের হল এই যে ক্যাম্পাসগুলিও এই আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এ্যান্টি রোমিও স্কোয়াড' গড়ার নামে ছাত্র-ছাত্রীর উপর গুন্ডাবাজী চলছে। রাজ্যে একাধিক এলাকায় মৌলবাদী শিবিরের তৎপরতায় হিংসা হানাহানির উপক্রম হওয়ায় ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হচ্ছে। একদিকে দেশজুড়ে পাঠ্যসূচি সাম্প্রদায়িকীকরণের সংগঠিত সরকারি প্রচেষ্টা এবং অন্যদিকে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের নামে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিকে বিপন্ন করে তোলার চেষ্টা -- এ দুয়ের জাঁতাকলে পড়ে শিক্ষা বিশেষত উচ্চশিক্ষা বিপন্ন। আমরা বালিতে মুখ গুঁজে থেকে এই বিপদকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারিনা। তাই কর্মসমিতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি সহ এই সামগ্রিক সামাজিক অস্থিরতার প্রসঙ্গটি নিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা এবং রাজ্য ও জাতীয় স্তরের চিন্তাবিদগণকে নিয়ে একটি কনভেনশনের আয়োজন করা। এই কর্মসূচির বিস্তারিত অংশ আমরা যথাসময়ে সার্কুলার মারফৎ জানিয়ে দেব।

১৩ এপ্রিল, ২০১৭ শিক্ষকদের LTC সংক্রান্ত সরকারি আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এর জন্য রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সমিতির ওয়েবসাইট আমরা নিয়মিত update রাখার চেষ্টা করছি। আপনারাও নিয়মিত ওয়েবসাইটটি দেখুন।

অভিনন্দন সহ

শ্রুতিনাথ প্রহরাজ

(শ্রুতিনাথ প্রহরাজ)

সাধারণ সম্পাদক (৯৪৩৩৮২০৬১০)